প্রথম আলো

তারিখ 17 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫

নোয়াখালীতে ১০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত

নোয়াখালী অফিস ও হাতিয়া প্রতিনিধি ●

ঘূর্ণিঝড় মহাসেন নোয়াখালী অতিক্রমকালে দ্বীপ উপজেলা হাতিয়া, ছাড়াও মূল ভূখণ্ডের কোম্পানীগঞ্জ ও সুবর্ণচর উপজেলার প্রায় ১০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রায় দেড় হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে বেড়িবাঁধের বাইরের ঘরবাড়ির বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

মহাসেন নোয়াখালী উপকূল অতিক্রম করার পর সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কেটে গেছে। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষজনকে দুপুর থেকেই বাড়িঘরে ফিরতে দেখা গেছে। ঝড়ের সময় কেরিচরের তিনটি পরু মারা গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

হাতিয়ার হরনি ইউনিয়নের নলেরচরের বাসিন্দা মো. শামীম *প্রথম আলোকে* বলেন, ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় নদীতে ভাটা ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় নদীর পানি ফুলে উঠছে। এ অবস্থা দেখে চরের বাসিন্দারা দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। তবে কিছু সময় পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসন কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

পরে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহিমুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ঝড়ে উপজেলার নিঝুম দ্বীপ, সুবচর, বুড়িরচর, তমরুদ্দী, চর ঈশ্বরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ১০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রায় এক হাজার কাঁচাঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া বাদামসহ খেতের কৃষি ফসলেরও বেশ ক্ষতি হয়েছে।

সুবর্ণচরের ইউএনও খালিদ মেহেদী হাসান বলেন, ঝড়ে সুবর্ণচরের ৫০টি কাঁচাঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং প্রায় ১৫০টি কাঁচাঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।